উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব আফজাল হোসেন আহমেদ
এবং
বিচারপতি জনাব শেখ মোঃ জাকির হোসেন

ফৌজদারী আপীল নং ৪২৫১/২০০৩

মোঃ দুলাল শেখ
--- দন্ডিত-আপীলকারী
বনাম
রাষ্ট্র
---------- রেসপনডেন্ট
জনাবা জয়া ভট্টাচার্য্য এ্যাডভোকেট
---------- আপীলকারী পক্ষে।
জনাবা আনোয়ারা শাহজাহান, ডেপুটি এ্যাটর্ণি জেনারেল, সঙ্গে
জনাব সাম্‌স-উদ-দোহা তালুকদার, সহকারী এ্যাটর্ণি জেনারেল।
---------- রেসপনডেন্ট পক্ষে।

শুনানীঃ ৮, ১১ ও ১৩ ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ইং
রায় প্রদানঃ ১৪ ও ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ ইং

বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেনঃ

ইহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ২৮ ধারার বিধান অনুযায়ী দন্ডাদেশ ও সাজার বিরুদ্ধে একটি আপীল।

দন্ডিত-আপীলকারী মোঃ দুলাল শেখ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, বাগেরহাট, (পরবর্তীতে শুধুমাত্র ট্রাইব্যুনাল হিসাবে অভিহিত হইবে) কর্তৃক নারী ও শিশু মামলা নং-১৪৬/২০০১, যাহার জি,আর নং-১৮২/২০০১, যাহা মোড়লগঞ্জ থানার মামলা নং-৭ তাং ০৫/১০/২০০১, ধারা ১০(১) নারী ও

শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (পরবর্তীতে শুধুমাত্র আইন হিসাবে অভিহিত হইবে) হইতে উদ্ভুত, তাহাতে আপীলকারীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে ১৫/১০/২০০৩ তারিখে ১০(দশ) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড, যে অর্থ আপীলকারীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরাসরি বিক্রয় করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেকটর সংগ্রহ করিয়া ট্রাইব্যুনালে জমা দিবেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা রওশানারা বেগম উক্ত অর্থ প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত দন্ডাদেশ ও সাজার রায়ের বিরুদ্ধে দন্ডিত মোঃ দুলাল শেখ অত্র আপীল দায়ের করেন। যাহা ০৮/০৩/২০০৪ ইং তারিখে শুনানীর জন্য গৃহিতসহ ট্রাইব্যুনালের নথি তলব করা হয় এবং আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অর্থদন্ড স্থগিত করা হয়। পরবর্তীতে আপীলকারী ১৮/০১/২০১১ ইং তারিখে প্রথমে ৬ (ছয়) মাসের জামিনে মুক্তি পান এবং ১৪/০৭/২০১১ ইং তারিখে আরো ৯ (নয়) মাসের জন্য জামিন বর্ধিত হয় ।

আপীলটি নিষ্পত্তির স্বার্থে রাষ্ট্রপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত ঘটনা এই যে:-

১নং সাক্ষী আঃ ছালাম হাওলাদার থানায় উপস্থিত হইয়া এই মর্মে লিখিত এজাহার করেন যে, ইং ২৯/০৯/২০০১ তাং রোজ শনিবার রাতের খাওয়া দাওয়া শেষে তাহার স্ত্রী রওশন আরা বেগম ও নাবালক ৩ (তিন) ছেলে-মেয়ে লইয়া তাহার একক বসত বাড়ীর পশ্চিম পোতার চৌচালা টিনের ঘরে হারিকেন জ্বালানো অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়ে। রাত অনুমান ২.০০ ঘটিকার সময় আসামী

দুলাল শেখ তাহার বসত ঘরে কৌশলে প্রবেশ করে, ঘরের মধ্যে শব্দ শুনিয়া তাহার স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং হারিকেনের আলোতে আসামী দুলাল শেখকে দেখিতে পায়। তাহার স্ত্রী চিৎকার করার চেষ্টা করিলে আসামী দুলাল এর হাতে থাকা ছোরা বুকের উপর ঠেকাইয়া খুন করার ভয় দেখায় এবং বলে চিৎকার করিলে জীবন শেষ করিয়া ফেলিবে। এই বলিয়া আসামী দুলাল তাহার স্ত্রী রওশন আরাকে খাট হইতে টানিয়া নিচে নামাইয়া জড়াইয়া ধরে এক পর্যায় উভয়ের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয় এবং তাহার স্ত্রীকে আসামী দুলাল ধর্ষণের চেষ্টা করে তাহার অসৎ উদ্দেশ্যে ও যৌন মিলনে সফল না হওয়ায় ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার স্ত্রী রওশন আরার বাম পাশের স্তনে এবং বাম কাধের উপর দাঁত দিয়া কামড়াইয়া রক্তাক্ত জখম করে। তাহার হাতের ছোরা দিয়া মুখের বাম পাশে ও কপালে এবং মাথার পিছনের বাম পাশে ৩(তিন) টি কোপ মারিয়া মারাত্মক রক্তাক্ত কাটা জখম করে, ছোরা দিয়া বাম কানে পোচ মারিয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলে, ঘরে থাকা কাঠের লাঠি দিয়া পিটাইয়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফুলা জখম করে এবং আসামী তাহার স্ত্রীকে খুন করার উদ্দেশ্যে বুকের উপর উঠিয়া পা দিয়া পাড়াইতে থাকে ও তলপেটে পা দিয়া লাথি মারে ইহাতে তাহার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, আসামী মনে করে সে মারা গিয়াছে ফলে ঘরের দরজা খুলিয়া চলিয়া যায়। তাহার ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে তাহার মাকে বিছানায় না পাইয়া কান্নাকাটি করিলে শব্দ শুনিয়া তাহার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী সাক্ষী ১নং আবু সাইদ,

২নং আঃ বারেক হাং, ৩নং আঃ কাদের হাং, ৪নং দেলোয়ার কাজী, ৫নং আলম শেখ, ৬নং মোসাঃ আয়শা বেগম আরো অনেকে তাহার বাড়ীতে আসিয়া তাহার স্ত্রী রওশনারাকে অজ্ঞান ও রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে দেখিতে পায়। সাক্ষীগণ ট্রলার যোগে তাহার স্ত্রীকে চিকিৎসার জন্য মোড়লগঞ্জ সরকারী হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা করায়। ঘটনার সময় তিনি বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি রামপাল থানা সদরে ব্যবসা করেন। পরের দিন ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ীতে আসিলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানিতে পারেন এবং সাথে সাথে মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে আসিয়া স্ত্রীকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পান, পরে স্ত্রীর জ্ঞান ফিরিলে তিনি ও সাক্ষীগণ ঘটনা সম্পর্কে তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে জানিতে পারেন। আসামী দুলাল একজন দুশ্চরিত্র,বহু বিবাহিত ও নারী লোভী এবং সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক। তাহার স্ত্রীকে চিকিৎসা করাইয়া সুস্থ করিতে গিয়া ডাক্তারী সনদপত্র নিয়া থানায় আসিয়া এজাহার দায়ের করিতে বিলম্ব হইয়াছে।

অতঃপর উক্ত লিখিত এজাহারের ভিত্তিতে মোড়লগঞ্জ থানায় আইনের ১০(১) ধারার মামলা নং ৭ তারিখ ০৫/১০/২০০১ রুজু হয়। যাহার জি, আর নং-১৮২/২০০১। অতঃপর মোড়লগঞ্জ থানার এস,আই মোঃ এনামুল হক এর উপর তদন্তের ভার পড়িলে তিনি যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষ ২২/১০/২০০১ ইং তারিখে অভিযোগপত্র দাখিল করেন, যাহার অভিযোগপত্র নং-২৪। তৎপর

মামলাটি বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে বদলী হইলে নারী ও শিশু মামলা নং-১৪৬/২০০১ হিসাবে নিবন্ধিত হয় এবং ট্রাইব্যুনাল মামলাটি আমলে নিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ১০(১) ধারায় অভিযোগ গঠন করিয়া ব্যাখ্যাসহ পাঠ করিয়া শুনাইলে আসামী নিজকে নির্দোষ দাবী করিয়া বিচারের প্রার্থনা করেন।

তৎপর রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটি প্রমাণের জন্য অভিযোগপত্রের ১১ জন সাক্ষীর মধ্যে ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য পরীক্ষা করেন। অন্যদিকে আসামী পক্ষে কোন সাক্ষী পরীক্ষা করান নাই। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি সমাপনান্তে আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আবার পরীক্ষা কালে তাহার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদির মর্ম ভালোভাবে উপস্থাপন করিয়া তাহা পাঠ করিয়া বুঝান ও শুনানো হইলে আসামী নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং সাফাই সাক্ষী দিবেন না এবং আর কিছু বলিবেন না বলিয়া জানান।

আসামী পক্ষের ডিফেন্স কেইস, যাহা রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের আসামীপক্ষের জেরা হইতে অনুমেয়, তাহা হইল আসামী সম্পূর্ণ নির্দোষ, তিনি কথিত অভিযোগের সঙ্গে জড়িত নহে, আসামীর সঙ্গে অভিযোগকারীদের জমাজমি নিয়া বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা আছে যে কারণে শত্রুতার আক্রোশে এই মিথ্যা মামলা করিয়াছেন। তিনি ন্যায় বিচার প্রার্থী।

পূর্বে বর্ণিত ঘটনা ও অবস্থার নিরীখে ট্রাইব্যুনাল এজাহার, অভিযোগপত্র, সাক্ষীদের জবানবন্দি-জেরা, নথিতে সংরক্ষিত অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত, উপাদান ও

উপকরণ এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের যুক্তিতর্ক শ্রবণ, সার্বিক বিবেচনা ও মূল্যায়ন করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আইনের ১০(১) ধারার অপরাধ সংঘঠনের সুস্পষ্ট অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণে সমর্থ হইয়াছেন মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে উক্ত ধারায় উল্লেখিত দন্ডাদেশ ও সাজাসহ অর্থদন্ড প্রদান করিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে অত্র আপীল।

আপীলটি শুনানীকালে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জনাবা জয়া ভট্টাচার্য্য নিবেদন করেন যে, আপীলকারী নির্দোষ। মামলা ঘটনায় ভিকটিমের জখমের প্রকৃতি নির্দেশ করে মামলাটিতে দন্ডবিধির ৩২৬ ধারার উপাদান ও উপকরণ বিদ্যমান। আইনের ১০(১) ধারার কোন উপাদান-উপকরন নাই বিধায় আইনের এই ধারায় বিচার হইতে পারে না। ইহা ছাড়া মামলার ১নং সাক্ষী এজাহারকারী ও ২নং সাক্ষী ভিকটিম তাহার-স্ত্রী, ১, ৩ ও ৬ নং সাক্ষী সহোদর ভাই ও ৫ নং সাক্ষী তাহাদের পিতা, ৭নং সাক্ষী ১ নং সাক্ষীর ভাইয়ের স্ত্রী তাহারা সকলে পরস্পর আত্মীয় এবং কোন নিরপেক্ষ সাক্ষী দ্বারা কথিত মামলার ঘটনা সমর্থিত হয় নাই। পক্ষদ্বয়ের মধ্যে জমি জমা নিয়া মামলা-মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে,উহার ফলশ্রুতিতে এই মামলার উৎপত্তি। ইহা ছাড়া আরো নিবেদন করেন যে, ঘটনার তারিখ ৩০-০৯-২০০১ ইং কিন্তু এজাহার দায়ের হয় ০৫-১০-২০০১ ইং তারিখে এই বিলম্বের সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা নাই। সাক্ষীরা পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করেন নাই। ভিকটিম নিজে বলেন তিনি হুশ হন ০২-১০-

২০০১ তারিL| অন্যান্য সাক্ষীগণ বলেন তাহার জ্ঞান ফেরে ০৫-১০-২০০১ তারিখে। ভিকটিম এবং অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে যথেষ্ট অমিল রহিয়াছে, যাহার ফলে মামলা প্রমাণে সন্দেহের ইঙ্গিত বহন করে, যাহার সুবিধার প্রতিকার আপীলকারী পাইতে হকদার, অন্যথায় ন্যায় বিচার ব্যাহত হইবে।

সর্বোপরি তিনি নিবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষ নিরপেক্ষ সাক্ষীর মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে মামলা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন বিধায় দন্ডাদেশ রদ ও রহিত হইবার যোগ্য এবং আপীলটি মঞ্জুরের প্রার্থনা সহ আপীলকারীকে খালাস দেওয়ার নিবেদন করেন।

অন্যদিকে,রাষ্ট্রপক্ষে জনাবা আনোয়ারা শাহজাহান ডেপুটি এ্যাটর্ণি জেনারেল সঙ্গে জনাব সাম্স-উদ-দোহা তালুকদার, সহকারী এ্যাটর্ণী জেনারেল আপীলের শুনানীকালে জোরালো আপত্তি উত্থাপন করে নিবেদন করেন যে, ইহা একটি নৃশংস অসামাজিক ঘটনা। এজাহারের বর্ণনা ও অন্যান্য সাক্ষীগণের মধ্যে সামান্য বৈষাদৃশ্য দেখা যায়, এই বৈসাদৃশ্য এতটাই নগন্য যে তাহা কোন অবস্থাতেই মূল ঘটনাকে কোন ভাবেই প্রভাবিত বা সামান্যতম বিচ্যুতি করে নাই।

বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্ণি জেনারেল আরো নিবেদন করেন যে, ১,২,৩,৫,৬ ও ৭ নং সাক্ষী পরস্পর আত্মীয় ইহা সত্য কিন্তু তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘটনা তথা এজাহারের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, যাহা অবিশ্বাস করার বিন্দুমাত্র

কারণ নাই। তবে শুধুমাত্র আত্মীয়তা থাকিলে তাহাদের সাক্ষী অবিশ্বাস করিতে হইবে তাহা আইনে বা উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না। এ ক্ষেত্রে A Karim Vs. The State and another মোকাদ্দমার নজীরটি উল্লেখ করেন। যাহা 1 BLD(AD) 200, প্রকাশিত, যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "Relationship by itself cannot be a ground for rejcting testimony of a witness unless it is shown that the witness was based and restored to falsehood. "

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ৪ ও ৮নং সাক্ষী নিরপেক্ষ । ৮নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান। তিনি স্থানীয়ভাবে একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাহার সাক্ষীকে পক্ষপাতমূলক বলিলে সঠিক হইবে না। ৪ ও ৮ নং সাক্ষী অন্যান্য সাক্ষীদের সঙ্গে ২ নং সাক্ষী ভিকটিমের ৫/১০/২০০১ ইং তারিখে হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার সময় ঘটনা বর্ণনা কালে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ সমর্থনে তাহারা ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

আমরা এখন নথিতে সংরক্ষিত সাক্ষ্যাদি, তথ্য-উপাত্ত, উপাদান ও উপকরণ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজা উপস্থাপিত সাক্ষ্যাদিও তথ্য-উপাত্ত অনুযায়ী ন্যায় সংগত কিনা? এবং আপীলকারী আপীলের কোন সুবিধা পাইতে পারেন কিনা? সেই অনুযায়ী আমরা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিব।

রাষ্ট্রপক্ষের ১নং সাক্ষী জনাব, আঃ ছালাম হাওলাদার, যিনি এজাহারকারী এবং ভিকটিমের স্বামী, তিনি জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখ শনিবার দিনগত রাত্র ২ টার সময় তাহার স্ত্রী রওশানারা বেগম ৩টি বাচ্চা নিয়ে বাড়ীতে চৌচালা টিনের ঘরের পশ্চিম পোতায় ঘুমিয়ে ছিল। ঐ সময় ঘরের মধ্যে শব্দ পেলে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘরের মধ্যে জ্বালিয়ে রাখা হারিকেনের আলোতে আসামী দুলালকে দেখতে পায়। স্ত্রী তখন চিৎকার করতে উদ্যত হলে দুলালের হাতে থাকা ছোরা স্ত্রীর বুকে ঠেকায় ধরে বলে যে চিৎকার দিলে জীবন শেষ করে দিবে। তখন দুলাল তাহার স্ত্রীকে খাট থেকে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং বুকের বাম স্তনে কামড়িয়ে, বাম গালের উপর আঘাত করে, কপালে আঘাত করে এবং বাম কানে পোচ দিয়ে দুভাগ করে ফেলে, মাথায় উপর ৩/৪টি কোপ মারে। দরজার ডাসা দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটাতে থাকে। পা দিয়া তলপেটে লাথি মারে, বুকের উপর লাথি মারে। স্ত্রীর বুকের হাড় ভেঙ্গে যায়। স্ত্রী এরপর অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর আসামী দুলাল মনে করে যে, স্ত্রী মারা গেছে তখন সে বের হয়ে যায় ঘর থেকে। তাহার বাচ্চারা তখন চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকলে প্রতিবেশী আবু সাঈদ, তাহার স্ত্রী আয়েশা বেগম, দৌড়ে এসে স্ত্রীকে রক্তাক্ত, জখম, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্ত্রীর গায়ে শাড়ী ব্লাউজ নেই। তখন সাঈদ ও আয়েশা বেগম স্ত্রীকে খাটের উপর উঠিয়ে রাখেন। তাদের চিৎকারে আশপাশ থেকে থেকে লোকজন আসেন। লোকজন চিকিৎসার জন্য

মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায় ট্রলারে করে। সেখানে চিকিৎসা হয়ে আংশিক সুস্থ হলে উপস্থিত সাক্ষী, স্থানীয় চেয়ারম্যান, সদস্যদের সামনে তাহার স্ত্রী আসামী দুলালের নাম বলে। এরপর তিনি ডাক্তারী সার্টিফিকেট নিয়ে মামলা করেন। ঘটনার রাত্রে তিনি রামপালে ছিলেন। তিনি সেখানে ব্যবসা করেন। পরের দিন বাড়ীতে দুপুর ২.০০ টায় এসে জানতে পারেন। এজাহার ও তাহার স্বাক্ষর প্রদর্শনী-১,১/১ নং হিসাবে চিহ্নিত করেন। দারোগা তদন্ত করেছে। আলামত জব্দ করেছেন পুলিশ।

জেরাকালে তিনি বলেন, নিজে ঘটনা দেখেন নাই। তিনি ১০ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়েছেন। ঘটনার দিন শনিবার দিবাগত রাত ছিল। এজাহার টাইপকৃত। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে মামলা দাখিল করেছেন এবং ঐদিন টাইপ করেছেন। থানায় অয়ারলেস অপারেটর মনির হোসেনকে দিয়ে কেস লিখিয়েছেন। সে সাক্ষী নেই। টাইপ করার সময় মনির হোসেন ছিল না। তিনি ও তাহার ভাই টাইপ করিয়েছিলেন। মনির হোসেন হাতে লিখেছিল। টাইপ যেখানে করেছেন তার থেকে ২/৩ রশি দূরে থানা। ঘটনা মনির হোসেনকে বলেছিলেন তিনি ও তাহার ভাই। টাইপ শেষ করে সোজা থানায় এসেছেন। তাহার ২ ছেলে ১ মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স ৬ বছর রেশমা, মেজোটা ছেলে, তাহার নাম আল আমিন। তাহার বয়স সাড়ে ৩ বছর ও ছোট ছেলে মেহেদী হাসান। বয়স ১৮ মাস। বাচ্চারা খাটের উপর ঘুমায়। স্ত্রী ও বাচ্চাদের সাথে ঘুমায়। এই ঘরে আর কেউ থাকে না।

তাহার চৌচালা টিনের ঘরে দোতলা সিস্টেম বেড়া তক্তার। উপরের পাটাতন তক্তা ও টিন। সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। তক্তা ও টিন সরিয়ে ঘরে ঢুকা যায়। স্ত্রী মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে ছিল ২/৩ দিন। এরপর খুলনা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে ছিল। সব মিলিয়ে ১ মাসের উর্ধ্বে ছিল। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। সাক্ষীরা তাহার বাড়ী থেকে ২/৩ রশি দূরে থাকেন। লাগ পূর্বে বাগান ও পুকুর। পশ্চিমে বাড়ী নেই। উত্তরে ফাঁকা ও তারপর বাদশা কাজী ও আলতাফ কাজীর বাড়ী, তারা কেউ সাক্ষী নেই। দক্ষিণে চাচা আঃ গনির বাগান বাড়ী। সেখানে কেউ থাকে না। তদন্ত কর্মকর্তা তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। তবে কবে ও কোথায় করেছে মনে নেই। তাহার কাছ থেকে আই,ও, কিছু নেয়নি। তবে তাহার ভাই ও পিতার কাছ থেকে আই,ও নিয়েছিলেন। তাহার স্ত্রী শাড়ী, ছায়া ও ব্লাউজ পরে। রাতে এসব পরে ঘুমায়। সে নামাজ পড়ে। আলামতের মধ্যে শাড়ী, ছায়া, ব্লাউজ নেই। তিনি ঘটনা শুনেছেন। সাক্ষীদের নিকট ও স্ত্রীর জ্ঞান ফিরে আসলে হাসপাতালে স্ত্রী বলেছে। সত্য নহে যে, দেং ৩৫৯/৮৪ নং মামলার বাদী আইউব আলী গং ও বিবাদী এছারউদ্দিন জমাদ্দার গং দের মধ্যে চলেছিল বা একই বিষয় নিয়ে সিভিল রিভিশন নং-৫৮১৫/২০০০ ও ৫৮১৬/২০০০ চলছে তাহাদের বিরুদ্ধে। আইউব আলী শিকদারের বাড়ী আসামী দুলালের বাড়ীর কাছে। এছাড়া আর কোন আইউব আলী শিকদারকে তিনি চেনেন না। সত্য নহে যে, তাহাদের মধ্যকার আভ্যন্তরীন

শত্রুতার কারণে না দেখে না শুনে সাজান মোতাবেক মিথ্যা এজাহার টাইপ করে দুলালের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করেছেন বা কথিত ঘটনার তারিখ, সময় ও বর্ণনা মোতাবেক কোন ঘটনা ঘটেনি।

রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী, ভিকটিম রওশন আরা বেগম নিজে, তিনি জবানবন্দীকালে বলেন যে, ২৯/০৯/২০০১ ইং তারিখে দিবাগত রাত ২.০০ টার সময় তিনি বাড়ীতে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে ৩টি সন্তান নিয়ে ঘুমায়ে ছিলেন। ডকে দাড়ানো আসামী দুলাল ঘরে প্রবেশ করলে শব্দ পেয়ে তাহার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন চিৎকার করার চেষ্টা করিলে আসামী দুলাল তার হাতে থাকা ছোরা দিয়ে বুকে ঠেকায় খুন করার ভয় দেখায়। এরপর খাট থেকে টেনে নীচে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে ইজ্জত নষ্ট করার জন্য ধস্তাধস্তি করতে থাকে। তিনি বাধা দিতে থাকেন। দুলাল জোর করে তাহার শাড়ী খুলে ফেলে। গায়ে তাহার ব্লাউজ ছিল না। সে কিল ঘুষি মারে। বাম স্তন কামড়িয়ে জখম করে এবং বাম ঘাড়ে কামড়িয়া জখম করে। এখনও ঐ সব জখমের দাগ আছে। এরপর তার ছোরা দিয়ে মুখে নাকের বাম পাশে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। ছোরা দিয়ে কপালে বাম ভ্রুর উপরে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। মাথার পিছনে ছোরা দিয়ে ৩টি কোপ মারেন। বুকের উপর হাটু দিয়ে আঘাত করেছেন। ফলে বুকের হাড় ৭/৮টি ভেঙ্গে যায়। পা দিয়ে পাড়ায়। দরজার ডাসা দিয়ে সমস্ত শরীরে আঘাত করে। শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। সন্তানরা চিৎকার শুরু করে। তখন পাড়া প্রতিবেশী,

শ্বশুর, দেবর সেকেন্দার আসে এবং তাহাকে টেনে খাটে তুলে। তিনি মারা গিয়েছিলেন মনে করে বাচ্চাদের চিৎকারে আসামী চলে যায়। পরের দিন সকালে তাহাকে ট্রলারে করে মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায়। মঙ্গলবার ০২/১০/২০০১ ইং তারিখে হাসপাতালে তাহার হুশ হয়, তাহার স্বামী, চেয়ারম্যান, মেম্বর, প্রতিবেশী, শ্বশুর, দেবরকে ঘটনা বলেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে পুলিশ আসে হাসপাতালে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে। দারোগাকে ঘটনা বলেছিলেন। ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। সেখান থেকে অবস্থা গুরুতর হলে খুলনা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ২৮ দিন ছিলেন। সাংবাদিকরা ছবি নিয়ে পত্রিকায় লেখেন। এরপর স্বামী মামলা করেন। তিনি বালিশের ২ রক্তমাখা কভার যাতে ঘুমিয়ে ছিলেন, ওলেথ ক্লথ রক্তমাখা যাতে বাচ্চারা শুইয়ে থাকে, তাহার রক্তমাখা ১টি সেন্ডল যাহা বস্তু প্রদর্শনী-১ সিরিজ, ২ ও ৩ নং হিসাবে চিহ্নিত করেন।

জেরাকালে এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় গরমও না শীতও না। ঘরের বাইরে থেকে বেড়া ভেঙ্গে আসামী ঢুকে পড়ে। তাহাকে খাট থেকে নীচে নামিয়ে ছিল। সেখানে মাটির উপর পলিথিন ছিল। খাটের উপর থাকতে কোপ দিয়াছিল। আসামী কোপ দেওয়ার সময় তিনি বসা। পরনের কাপড় টেনে খুলে ফেলেছে। পরনে ছায়া ছিল। ব্লাউজ পরা ছিল না। বুকে কামড় দিয়েছে মাটিতে নামিয়ে। তখন তাহাকে শুইয়ে ফেলেছে। তাহাকে হাসপাতালে শ্বশুর ও দেবর

সেকেন্দার হাওলাদার ট্রলারে করে নিয়া ছিল। সকাল ১১.০০ টায় ভর্তি হয়েছিলেন। সকাল ৯.০০ টায় রওয়ানা দেন তাহাকে নিয়ে। তিনি এই সময়ের কথা পরের দিন শ্বশুর ও দেবর এর কাছ থেকে শুনেছেন। তাহার জ্ঞান ফেরার পর তিনি শ্বশুর, দেবর, চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে বলেছেন। চেয়ারম্যান সাক্ষী দেবেন। তিনি জোরে চিৎকার করেছিলেন ঘটনার সময়। দেবর সাইদুর রহমানের বাড়ী তাহার বাড়ী থেকে ৭০/৮০ হাত দূরে। তিনি ও তাহার সাথে হাসপাতালে এসেছিলেন। ঘটনার সময় লেপ কাঁথা গায়ে দিতেন না। সায়া পুলিশ নেয়নি। সত্য নয় যে তাহার সাথে দুলাল ও তার পিতা মাতার মামলা আছে জমিজমা নিয়া। এই পূর্ব শত্রুতার জের খাটিয়ে মামলা করেছেন বা আসামী দুলাল ঘটনার জখম করেননি। হারিকেন বাড়ীতে আছে দারোগা নেয়নি।

রাষ্ট্রপক্ষের ৩ নং সাক্ষী, জনাব আবু সাঈদ হাওলাদার বলেন যে, আব্দুস সালাম হাওলাদার তাহার ভাই ও রওশান আরা তাহার ভাইয়ের স্ত্রী। গত ইং ২৯-০৯-২০০১ তারিখ দিবাগত রাত্রে নির্বাচনী কাজ শেষে রাত ১.০০ টার সময় বাড়ী ফিরে। তাহার ও দেলোয়ার কাজীর সাথে আসামী দুলালের রাস্তায় দেখা হয়। তখন দুলালকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, ফারাজী বাড়ী কাজ আছে সেখানে যাচ্ছে। তাহারা বাড়ীতে চলে যাওয়ার পর পরই ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে উঠিয়া সালামের বাড়ীতে কান্নাকাটি শুনে। তখন সালামের বাড়ীতে গেলে তার বাচ্চারা বলে যে, তাহার মাকে কুপায়ে জখম

করে রেখেছে। তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখেন মাথায়, গলায়, কপালে কাটা ও রক্তাক্ত অবস্থায় ভাবী উলঙ্গ অবস্থায়। এরপর তাহার পিতা কাদের হাওলাদার, ভাই সেকেন্দার হাওলাদার, দেলোয়ার কাজী আসেন। তারা ঘটনার অবস্থা দেখেন। তখন তাদের পরামর্শে ট্রলারে করে মোড়েলগঞ্জ এসে ভর্তি করেন। ভাবী ০৫-১০-২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় একটু সুস্থ হয়ে তাহাকে বলে যে, ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে শুয়ে ছিলেন। নতুন ঘর করেছে। তাই পাটাতন ছিল না। তখন বেড়ার উপর দিয়ে বেয়ে আসামী দুলাল ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। তারপর দুলাল খাট থেকে হাত ধরে মেঝেতে নামিয়ে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করিলে চিৎকার দিলে মেরে ফেলবে বলে। তখন ভাবী বাধা দিতে গেলে দুলাল ছোরা দিয়া কোপ দিয়ে মুখের এপাশ ওপাশ কোপ মারে। ভাবীর বাম দুধে কামড় দেয়। কপাল, কানের পর, মাথার পিছনে কোপ মারে। ঘরের ডাসা দিয়ে মারে। হাটু দিয়ে আঘাত করে বুকের হাড় ভাঙ্গিয়া দেয়। এরপর সালাম বাড়ীতে ফিরে মামলা করে। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক মনে করিয়া খুলনা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে প্রেরণ করে। দারোগার নিকট জবানবন্দী দিয়াছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, তাহার বাড়ী থেকে সালামের বাড়ী ৪৫/৫০ গজ দূরে দেলোয়ারের বাড়ী ২০০ গজ দূরে। ঘরের হারিকেন জ্বালানো ছিল। সেখানে ভারী মোটা খুঁটির সাথে ঝুলানো ছিল। ঘরের মধ্যে তাহার ভাবীকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখেন। বাম দুধ তখনও উলঙ্গ ছিল। মোড়েলগঞ্জ বাজারে বিকাল ৪.০০ টার

সময় ছালামের সাথে দেখা হয়েছে। ঘটনার দিন রাত্র ১.০০ টার সময় তাহার সাথে দেলোয়ার ছিল। দেলোয়ার এর বাড়ীর কাছাকাছি দুলালের সাথে দেখা হয়। তাহারা নির্বাচনের কাজ শেষে ফিরেছিলাম। তিনি ঘরের মেঝেতে তাহার ভাবীকে দেখেন মেঝের উপর কিছু ছিল না। উলঙ্গ অবস্থায় তাহার স্ত্রী গায়ের বউ আনোয়ারা বেগম দেখেছে। সত্য নয় যে আসামীর সাথে জায়গা জামির কারণে মামলা থাকায় ঘটনার বিষয় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া বা কথিত মোতাবেক কোন ঘটনা ঘটা সত্য নহে।

রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী, জনাব দেলোয়ার কাজী জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ২৯/০৯/২০০১ তারিখ রাত ১.০০ টার সময় তিনি ও আবু সাইদ বাড়ী ফিরছিলেন, তখন তাহার বাড়ীর সামনের রাস্তায় দুলালের সাথে দেখা হয়েছিল। তিনি বলেন যে তুমি কোথায় যাচ্ছে। তখন সে বলে যে, ফরাজী বাড়ী কাজে যাচ্ছে। এরপর তিনি ও আবু সাইদ যার মত বাড়ীতে চলে যায়। পরের দিন সকালে শুনেন যে, ছালামের স্ত্রীকে কুপিয়ে রেখে গেছে। তখন তিনি ছালামের বাড়ীতে যাইয়া দেখেন ছালামের স্ত্রীর মুখে, স্তনের উপরে কাটা, মাথার পিছনে কাটা, কপালের উপরে কাটা দেখেন। মহিলারা বলে যে তার বাম স্তনে কামড় আছে। এরপর মোড়েলগঞ্জ হাসপাতালে ট্রলারে করে নিয়ে যায়। তিনি পরে হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখেন। রোগী ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ টার সময় জ্ঞান ফিরলে বলে যে, দুলাল রাত্র ২.০০ টার সময় নতুন বাড়ীর বেড়া

কাটিয়ে তাহাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন। তখন হারিকেন জ্বালানো ছিল। তাহাকে খাট থেকে নামিয়ে নীচে ফেলে ও পূর্বে বর্ণিতভাবে জখম করে। ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখ রোগীকে ইসলামী হাসপাতালে নিয়া যায়। দারোগার কাছে জবানবন্দী দিয়েছিলেন। তিনি ভাল আছেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, প্রথমে তিনি রোগীর সঙ্গে হাসপাতালে যায়নি। পরে সাঈদ হাসপাতাল থেকে ফিরে আসলে সাঈদের সাথে গিয়েছিলেন। সালাম তাহার কোন আত্নীয় না। তিনি যখন দেখেছেন তখন ঘাটে উঠিয়াছেন। তখন সকাল ৮.৩০/৯.০০ টা বাজে। তখন সাঈদের পিতা, সাঈদের স্ত্রী, তাহার দুই ভাইয়ের স্ত্রী ছিল। এরপর আরও লোকজন ছিল সেখানে। এরপর ট্রলারে করে হাসপাতালে নিয়া যায়। তিনি হারিকেন দেখেনি তখন। হারিকেন জ্বালানো ছিল পরে শুনেছে। সালামের স্ত্রীর সাথে ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ টার সময় হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর কথা হয়। সবার সামনে সে ঘটনা বলে। ঐ সময় ইউ,পি চেয়ারম্যান পল্টু, আবু সাঈদ, তিনি, ছালাম, মান্নানসহ আরও অনেকে ছিল। এই সময় প্রথম সালামের বউ ঘটনা বলে। সালামের সাথে এর পরেও দেখা হয়েছিল। তিনি বাম স্তনের কামড় দেখেননি। তিনি নিজে ঘটনা দেখেননি। সত্য নয় যে, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক শত্রুতার কারণে দুলালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য বা কথিত ঘটনা ঘটেনি বা ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ রওশন আরা ঘটনা বলেননি।

রাষ্ট্রপক্ষের ৫নং সাক্ষী, জনাব আঃ কাদের হাওলাদার জবানবন্দীকালে বলেন যে, আঃ ছালাম তাহার পুত্র এবং ভিকটিম রওশান আরা তাহার ছেলের বউ। গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে দারোগা তাহার উপস্থিতিতে রক্তমাখা বালিশের কভার, প্লাস্টিকের জুতা, একটি কালো প্লাষ্টিকের ক্লথ জব্দ করেছিলেন। জুতা আসামী দুলালের। জব্দ তালিকা তাহার স্বাক্ষর প্রদশনী ২, ২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং আলামত যা বস্তু প্রদশনী I, II, III নং হিসাবে ইতিপূর্বে চিহ্নিত হয়েছে তাহা সনাক্ত করেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, আলামত ঘটনাস্থলে নিজেরা পেয়ে দারোগাকে দিয়েছে। দারোগা বিকেল ৫.০০/৫.৩০ মিনিটে গিয়েছিল। তিনি ও ছোট ছেলে সেকেন্দার আলামত নামায় সই করেছিলেন। প্লাষ্টিকের ক্লথ মাটিতে পেয়েছিলেন বালিশের কভারসহ। আলামত ঐ জায়গা থেকে চৌকির উপর উঠিয়ে রেখেছিলেন। এরপর দারোগার সামনে দেন। আলামত দারোগাকে দেওয়ার সময় সাঈদ হাওলাদার, দেলোয়ার, আলম শেখ উপস্থিত ছিলেন। তারা কেউ সহ করেননি। এই ব্যাগটি আলামত রাখতে দারোগাকে দিয়েছিলেন। সত্য নয় যে, দুলালের সাথে স্থানীয় পর্যায়ে শত্রুতার কারণে মিথ্যে মামলা করেছিলেন, দারোগা ঘটনাস্থলে যাননি বা আলামত জব্দ করেননি বা মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৬ নং সাক্ষী, জনাব আঃ বারেক হাওলাদার জবানবন্দীকালে বলেন যে, বাদী ছালাম হাওলাদার তাহার মেঝভাই। ভিকটিম রওশন আরা তার

ভাইয়ের স্ত্রী। গত ইং ২৯/০৯/২০০১ তারিখ শনিবার দিবাগত রাত্র ২.০০ ঘটিকায় (৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখ) ছালাম হাওলাদারের বাড়ীতে ঘটনা। ৩০/১০/২০০১ সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ছালামের বাড়ীতে চিৎকার শুনে তাদের বাড়ীতে যান এবং দেখেন রওশন আরা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। তাহার শরীরে কাপড় নেই। রক্তে ঘরের মেঝেসহ বিভিন্নস্থানে ছিটে আছে। তাহার বাম মুখে নখের আছড়, বাম কান দুই ভাগ কাটা, বাম ভ্রুর উপরে জখম, মাথার পিছনে কাটা, ঘাড়ের উপরে দু হাতের বাহুতে ও স্তনে কামড়ের দাগ। মনে করেছিলেন ভাবী মনে হয় মারা গেছে। তাড়াতাড়ি ট্রলারে করে নিয়া তাহাকে মোড়েলগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ জ্ঞান ফিরে আসে দুপুরের পরে। ভাবী তখন তাহাদের বলেন যে, তিনি বাচ্ছা নিয়া হেরিকেন জ্বালাইয়া ঘরে শুয়েছিলেন। স্বামী ছিল রামপাল। ঘরের বেড়ার উপর দিয়ে আসামী দুলাল ঘরে ঢুকে। ভিকটিম তাহাকে ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ছোরা দিয়ে কোপায়। কাপড় চোপড় টেনে হিছড়ে ছিড়ে ফেলে। এরপর পালিয়ে যায় সে। সে জুতা রেখে গেছে। ভাবী এই ঘটনা বলার সময় চেয়ারম্যানসহ অনেক লোকজন ছিল তারপর মামলা হয়। এরপর চেয়ারম্যান ওলিউর রহমান পল্টু আসামীকে পুলিশ নিয়ে নিজে ধরেন। এখানে ভাল চিকিৎসা না থাকায় ডাক্তার ও এম, পি মুফতি সাহেব খুলনায় ভাল চিকিৎসার জন্য নিতে বলেন।

তাহারা খুলনা ইসলামিয়া ব্যাংক হাসপাতালে নিয়ে যান। দারোগার কাছে জবানবন্দি দিয়েছিলেন।

জেরাকালে তিনি বলেন, তিনি ঘটনার রাতে বাড়ীতে ছিলেন। বাদীর বাড়ী থেকে তাহার ঘর ১৫০ হাত দুরে। তিনি রাতে চেচামেচি শুনেন নাই। ঘুমিয়ে ছিলেন। সকালে বাজারে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের চিৎকার ও কান্নাকাটি শুনে ওদের বাড়ীতে যান। তাহার আগে শহীদ গিয়েছিল। তাহার পর সকালে সবার সামনে তাহার অন্য ভাবীরা অনেকেই আসেন। ঘর কাঁচামাটি। রওশন আরাকে খাটের উপর বড় ভাবী আয়শা উঠায়। মাটিতে রক্ত ছিল, বেড়ার রক্ত ছিল। ভাবীর পরনে একটা সায়া ছিল কোন রকম। ব্লাউজ ছিল না। শাড়ী ছিড়া ছিল পার্শ্বে। ভাবী ঘটনাটি তাহাকে বলেছে। ভাবীকে ট্রলারে করে হাসপাতালে নিয়াছিল। ট্রলারের চালকের নাম বলতে পারেন না। তিনি ও হাসপাতালে গিয়েছিলেন। ট্রলার হাসপাতালের ঘাটে নিয়ে রাখেন। পাটাতন ছিল না। সেই ফাকা পাটাতনের উপর দিয়ে ঘরে ঢুকে ছিল। ঘর পশ্চিম পোতায়। ঘরের পূর্বে পাশ দিয়ে ঢুকে ছিলে। ভাবীর ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে জ্ঞান ফেরে। ০৬/১০/২০০১ ইং তারিখে খুলনা হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। খুলনা নিয়ে যাওয়ার সময় তাহার ভাইরা ও পিতা ছিলেন। খুলনা নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি ছিলেন না। তাহাদের সাথে আসামীর কোন মামলা নেই। সত্য নয় যে, দেওয়ানী ৩৫৯/৮৪ মামলা ছিল। বা সি.আর. ৫৮১৫/২০০০ মামলায় বাদী

আইউব আলী শিকদারকে চেনেন। তার বাড়ী দুলালের বাড়ী থেকে একটু দূরে। সাক্ষীদের বাড়ী তাহাদের বাড়ীর আশেপাশের, ঘটনাস্থলের পূর্বে শহীদ, পশ্চিমে বাড়ী নেই, উত্তরে ফাকার পরে বাদশা। তারা বাড়ীতে ছিলনা। সেখানে কাজ করিতে গিয়েছিলেন। দক্ষিণে ফাকা ছিল। এখন বাড়ী করেছে মনির হাওলাদার। দারোগা তাহার কাছে ১২/১০/২০০১ ইং তারিখ জিজ্ঞাসা করেছেন উঠানে বসে। ঐ দিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ দারোগা বাড়ীতে গিয়েছিলেন। সত্য নয় যে, জমাজমি নিয়ে দুলালের সাথে মামলা থাকায় মিথ্যা মামলা করেছিলেন, বা দুলাল বাদীর ঘরে যায় নি, বা ধর্ষণের চেষ্টা করেনি বা কোন ঘটনা ঘটে নাই বা তিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৭নং সাক্ষী আয়েশা বেগমকে Tender ঘোষণা করা হইলে আপীলকারী পক্ষ Declined ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী, জনাব ওলিয়ার রহমান জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ২৯/০৯/২০০১ ইং তারিখে দিবাগত রাত্র ২.০০ টার সময় বাদীর বাড়ীতে ঘটনা। ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখে ভিকটিমের শশুর আঃ কাদের তাহাকে জানায় যে, ভিকটিম হাসপাতালে আছে। সে ধর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানায়। তখন তিনি হাসপাতালে ভিকটিমকে জখম অবস্থায় অজ্ঞান দেখেন। তাহার মাথা, কানে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে কাটা জখম ছিল। কাদের মামলা করিতে চাহিলে কে ঘটনার সহিত জড়িত তাহা আগে বাহির করিতে বলেন। তিনি

ভিকটিমের জ্ঞান ফেরার পর মামলা করিতে বলেন। ইহার পর ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ ভিকটিমের জ্ঞান ফেরে। তখন তিনি পুনরায় হাসপাতালে গিয়া ভিকটিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে জানায় যে, আসামী দুলাল শেখ ধর্ষণের চেষ্টা করিতে ব্যর্থ হইয়া তাহাকে জখম করে। তখন ঘটনা শুনিয়া বাদীকে মামলার জন্য থানায় পাঠান। তিনি এই সময় ঘটনাস্থল এলাকার চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি চৌকিদারকে দিয়া আসামী দুলাল শেখকে ধৃত করেন। পরে পুলিশ আসিলে তিনি পুলিশের কাছে আসামীকে হস্তান্তর করেন। এলাকার লোকজন ঘটনা জানে। অদ্য আসামী কাঠগড়ায় দাড়ানো আছে।

জেরাকালে তিনি বলেন, তিনি এখন চেয়ারম্যান নাই। ঘটনা নিয়া কোন শালিস দরবার হয় নাই। আসামীকে মামলা দায়েরের পূর্বে না পরে ধরে মনো নাই। তাহারা সবাই মিলিয়া আসামীকে দারোগার নিকট সোপর্দ করেন। আসামীকে ধরার সময় চৌকিদার, রামকৃষ্ণ জমাদ্দার, মেম্বার হাসমত আলী শিকদার ছিলেন। বাদীকে আসামী ধৃত করিয়া জানান নাই। পুলিশকে সংবাদ দেন। তখন অনুমান বেলা ৪ টা বাজে। দারোগা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন নাই। স্থানীয় নির্বাচনে আসামী তাহার বিরোধিতা করেন বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেন, আসামী পক্ষের এই সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের ৯ নং সাক্ষী এস,আই, জনাব এনামুল হক জবানবন্দীকালে বলেন যে, গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ মোড়লগঞ্জ থানায় কর্মরত ছিলেন। ঐ

দিন তিনি এই মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। তিনি তদন্তভার গ্রহণ করিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-৩ ও সূচীপত্র প্রদর্শনী-৪ এবং তাহার সই প্রদর্শনী-৩(১) ও ৪(১)হিসাবে সনাক্ত করে। তিনি দুইটি রক্তমাখা বালিশের কভার, একটি প্লাস্টিকের জুতা জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় তাহার সই প্রদর্শনী-২(২) আলামত প্রদর্শনী (I-III) হিসাবে সনাক্ত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে রেকর্ড করেন। ডাক্তারী পরীক্ষার সনদপত্র পর্যালচনা করেন। ঘটনা তদন্তে সাক্ষ্য প্রমানে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১০(১) ধারায় ২২/১০/২০০১ ইং তারিখে ২৪৩ নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

জেরাকালে তিনি বলেন জব্দকৃত আলামত বাদী তাহাকে দেয় ।জব্দ করার সময় ও আলামত দেওয়ার সময় ভিকটিম উপস্থিত ছিল না। তিনি বাদীর ফৌজদারী কার্য বিধির ১৬১ ধারামতে পরীক্ষা করেন নাই। ভিকটিমের জবানবন্দি তিনি ১৬/১০/২০০১ ইং তরিখে ঘটনাস্থলে গ্রহন করেন । ৫/১০/০১ ইং তারিখে আসামীকে ঘটনাস্থল হইতে গ্রেফতার করেন। অভিযোগ পত্রে সাক্ষীদের বাড়ী ঘরের উল্লেখ করেন নাই। তদন্তকালে হারিকেন তিনি উদ্ধার করেন নাই। ভিকটিমের সাথে তাহার হাসপাতালে দেখা হইয়াছে কিনা মনে নাই। ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শীর বক্তব্য তিনি রেকর্ড করেন নাই, কেবল মাত্র ভিকটিমের

ছাড়া। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, চৌকিদারের জবানবন্দী তদন্ত কালে রের্কড করেন নাই। তিনি বলেন সঠিক ভাবে তদন্ত না করা সত্য নহে। তিনি বলেন ভিকটিমের আলামতের চিহ্ন না পাওয়া বা ঘটার সত্যতা যাচাই না করিয়া মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করা সত্য নহে।

রাষ্ট্রপক্ষের ১০ নং সাক্ষী, ডাঃ বাবু স্বপন কুমার চক্রবর্তী জবানবন্দীকালে বলেন যে, তিনি ৩০/০৯/২০০১ ইং মোড়লগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে ছিলেন। ঐদিন সকাল ১১ টার সময় উক্ত কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগ মেডিকেল অফিসারের দায়িত্বে থাকাকালে মিসেস রওশানারা, স্বামী আঃ সালাম, সাং বাদুরতলাকে পরীক্ষা করিয়া তাহার শরীরে, মুখে, কপালে, মাথায়, বাম কানে, বাম বুকে, চোখে, ডান বাহু, বাম কাঁধে জখম পান। তিনি জরুরী বিভাগে চিকিৎসা করিয়া হাসপাতালে ভর্তি করেন। ১/২/৩/৪ নং জখম গুলি গুরুতর ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। ৫ নং জখম সাধারণ প্রকৃতির ও ভোতা অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। তৎমর্মে ৩/১০/০১ ইং তারিখে রিপোর্ট প্রদান করেন। সার্টিফিকেট প্রদঃ ৫ এবং ইহাতে তাহার ৩টি সই আছে যাহা সনাক্ত করেন। প্রদঃ ৫ দুই সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড দ্বারা এই পরীক্ষা হয়। অন্য জন ডাঃ মতিন। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হাসমত আলী শিকদার রোগীনীকে সনাক্ত করে। প্রদর্শনী-৫ ইস্যু করা পর্যন্ত ভিকটিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল।

জেরাকালে তিনি বলেন, রওশন আরাকে তিনি আগে চিনিতেন না। তাহার স্বামীকেও আগে চিনিতেন না। সনাক্তকারীকে আগে চিনিতেন না। ভিকটিম হাসপাতালে কতদিন ছিল তাহা উল্লেখ করেন নাই এবং তৎমর্মে এখন তাহার নিকট কোন কাগজ নাই। কোন ছাড়পত্র তাহার নিকট নাই। তিনি বলেন ভিকটিমের শরীরে কোন জখম না থাকা বা সঠিকভাবে সার্টিফিকেট না দেওয়া সত্য নহে। তিনি বলেন ভিন্ন লোককে সাজাইয়া ও ভিকটিমের নাম দিয়া মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওয়া সত্য নহে।

সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যের সারাংশ হইল-;

১নং সাক্ষী বলেন, দুলাল তাহার স্ত্রীকে খাট থেকে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে এবং বুকের বাম স্তনে কামড়িয়ে, বাম গালের উপর আঘাত করে, কপালে আঘাত করে এবং বাম কানে পোচ দিয়ে দুভাগ করে ফেলে, মাথায় উপর ৩/৪টি কোপ মারে। দরজায় ডাসা, দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পিটাতে থাকে। তাহার বাচ্চারা চিৎকার করে কান্নাকাটি করতে থাকলে প্রতিবেশী আবু সাঈদ, তাহার স্ত্রী আয়েশা বেগম এসে স্ত্রীকে রক্তাক্ত, জখম, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। স্ত্রীর গায়ে শাড়ী ব্লাউজ নেই। তখন সাঈদ ও আয়েশা বেগম স্ত্রীকে খাটের উপর উঠিয়ে রাখেন। লোকজন চিকিৎসার জন্য মোড়লগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যায় ট্রলারে করে। সেখানে চিকিৎসা হয়ে আংশিক সুস্থ হলে উপস্থিত সাক্ষী,স্থানীয় চেয়ারম্যান,সদস্যদের সামনে তাহার স্ত্রী আসামী দুলালের নাম বলে। ২নং সাক্ষী

বলেন, ২৯/০৯/২০০১ইং দিবাগত রাত ২.০০টার সময় তিনি বাড়ীতে ঘরে হারিকেন জ্বালিয়া ৩টি সন্তান নিয়া ঘুমায়ে ছিলেন। ডকে দাড়ানো আসামী দুলাল ঘরে প্রবেশ করলে শব্দ পেয়ে তাহার ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন চিৎকার করার চেষ্টা করিলে আসামী দুলাল তার হাতে থাকা ছোরা দিয়ে বুকে ঠেকায় খুন করার ভয় দেখায়। এরপর খাট থেকে টেনে নীচে নামিয়ে জড়িয়ে ধরে ইজ্জত নষ্ট করার জন্য ধস্তাধস্তি করতে থাকে। তিনি বাধা দিতে থাকেন। দুলাল জোর করে তাহার শাড়ী খুলে ফেলে। গায়ে তাহার ব্লাউজ ছিল না। সে কিলঘুষি মারে। বাম স্তন কামড়িয়া জখম করে এবং বাম ঘাড়ে কামড়িয়া জখম করে। এখনও ঐ সব জখমের দাগ আছে। এরপর তার ছোরা দিয়ে মুখে নাকের বাম পাশে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। ছোরা দিয়ে কপালে বাম ভ্রুর উপরে আঘাত করে (সাক্ষী দাগ দেখালেন)। মাথার পিছনে ছোরা দিয়ে ৩টি কোপ মারেন। দরজার ডাসা দিয়ে সমস্ত শরীরে আঘাত করে। মঙ্গলবার ০২/১০/২০০১ইং তারিখে হাসপাতালে তাহার হুশ হয় তাহার স্বামী, চেয়ারম্যান, মেম্বর, প্রতিবেশী, শ্বশুর, দেবরকে ঘটনা বলেন। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে পুলিশ আসে হাসপাতালে বিকেল ৫.৩০ মিনিটে। দারোগাকে ঘটনা বলেছিলেন। ৩ নং সাক্ষী বলেন গত ইং ২৯-৯-২০০১ তারিখ দিবাগত রাত্রে নির্বাচনী কাজ শেষে রাত ১.০০ টার সময় বাড়ী ফিরে, তাহার ও দেলোয়ার কাজীর সাথে আসামী দুলালের রাস্তায় দেখা হয়। তখন দুলালকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, ফারাজী বাড়ী কাজ আছে

সেখানে যাচ্ছে। ভাবী (ভিকটিম) ০৫-১০-২০০১ ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ টায় একটু সুস্থ হয়ে তাহাকে বলে যে, ঘরে হারিকেন জ্বালিয়ে শুয়ে ছিলেন। নতুন ঘর করেছে। তাই পাটাতন ছিল না। তখন বেড়ার উপর দিয়ে বেয়ে আসামী দুলাল ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে। তারপর দুলাল খাট থেকে হাত ধরে মেঝেতে নামিয়ে ফেলে ধর্ষণের চেষ্টা করিলে চিৎকার দিলে মেরে ফেলবে বলে। তখন ভাবী বাধা দিতে গেলে দুলাল ছোরা দিয়া কোপ দিয়ে মুখের এপাশ ওপাশ কোপ মারে। ভাবীর বাম দুধে কামড় দেয়। কপাল, কানের পর, মাথার পিছনে কোপ মারে। ঘরের ডাসা দিয়ে মারে। ৪নং সাক্ষী বলেন, গত ২৯/০৯/২০০১ তারিখ রাত ১.০০ টার সময় তিনি ও আবু সাইদ বাড়ী ফিরছিলেন তখন তাহার বাড়ীর সামনের রাস্তায় দুলালের সাথে দেখা হয়েছিল। পরের দিন সকালে শুনেন যে, ছালামের স্ত্রীকে কুপিয়ে রেখে গেছে। তখন তিনি ছালামের বাড়ীতে যাইয়া দেখেন ছালামের স্ত্রীর মুখে, স্তনের উপরে কাটা, মাথার পিছনে কাটা, কপালের উপরে কাটা দেখেন। মহিলারা বলে যে তার বাম স্তনে কামড় আছে। ৫নং সাক্ষী বলেন, গত ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখে দারোগা তাহার উপস্থিতিতে রক্তমাখা বালিশের কভার, প্লাস্টিকের জুতা, একটি কালো প্লাষ্টিকের ক্লথ জব্দ করেছিলেন। জব্দ তালিকা তাহার স্বাক্ষর প্রদশনী ২, ২/১ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং আলামত যা বস্তু প্রদশনী I, II, III নং হিসাবে ইতিপূর্বে চিহ্নিত হয়েছে তাহা সনাক্ত করেন। ৬ নং সাক্ষী বলেন, ৩০/১০/২০০১ সকালে বাজারে যাওয়ার পথে

ছালামের বাড়ীতে চিৎকার শুনে তাদের বাড়ীতে যান এবং দেখেন রওশন আরা রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মেঝেতে পড়ে আছেন। তাহার শরীরে কাপড় নেই। রক্তে ঘরের মেঝসহ বিভিন্নস্থানে ছিটে আছে। তাহার বাম মুখে নখের আছড়, বাম কান দুই ভাগ কাটা, বাম ভ্রুর উপরে জখম, মাথার পিছনে কাটা, ঘাড়ের উপরে দু হাতের বাহুতে ও স্তনে কামড়ের দাগ। ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ জ্ঞান ফিরে আসে দুপুরের পরে। ভাবী (ভিকটিম)তখন তাহাদের বলেন যে, তিনি বাচ্ছা নিয়া হেরিকেন জ্বালাইয়া ঘরে শুয়েছিলেন। স্বামী ছিল রামপাল। ঘরের বেড়ার উপর দিয়ে আসামী দুলাল ঘরে ঢুকে। ভিকটিমকে ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ছোরা দিয়ে কোপায়। কাপড় চোপড় টেনে হিছড়ে ছিড়ে ফেলে। এরপর পালিয়ে যায় সে। ৭ নং সাক্ষীকে Tender ঘোষণা করা হইলে আপীলকারী পক্ষ Declined ঘোষণা করা হয়। ৮নং সাক্ষী বলেন ৩০/০৯/২০০১ ইং তারিখে ভিকটিমের শশুর আঃ কাদের তাহাকে জানায় যে, ভিকটিম হাসপাতালে আছে। সে ধর্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানায়। তখন তিনি হাসপাতালে ভিকটিমকে জখম অবস্থায় অজ্ঞান দেখেন। তাহার মাথা, কানে, শরীরে বিভিন্ন স্থানে কাটা জখম ছিল। কাদের মামলা করিতে চাহিলে কে ঘটনার সহিত জড়িত তাহা আগে বাহির করিতে বলেন। তিনি ভিকটিমের জ্ঞান ফেরার পর মামলা করিতে বলেন। ইহার পর ০৫/১০/২০০১ ইং তারিখ ভিকটিমের জ্ঞান ফেরে। তখন তিনি পুনরায় হাসপাতালে গিয়া ভিকটিমকে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে সে জানায় যে, আসামী

দুলাল শেখ ধর্ষণের চেষ্টা করিতে ব্যর্থ হইয়া তাহাকে জখম করে। ৯ নং সাক্ষী বলেন, তিনি তদন্তভার গ্রহণ করিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র প্রদর্শনী-৩ ও সূচীপত্র প্রদর্শনী-৪ এবং তাহার সই প্রদর্শনী-৩(১) ও ৪(১)হিসাবে সনাক্ত করে। তিনি দুইটি রক্তমাখা বালিশের কভার একটি প্লাস্টিকের জুতা জব্দ করেন। জব্দ তালিকায় তাহার সই প্রদর্শনী-২(২) আলামত প্রদর্শনী (I-III) হিসাবে সনাক্ত করেন। সাক্ষীদের জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারামতে রেকর্ড করেন। ডাক্তারী পরীক্ষার সনদপত্র পর্যালচনা করেন। ঘটনা তদন্তে সাক্ষ্য প্রমানে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১০(১) ধারায় ২২/১০/২০০১ ইং তারিখে ২৪৩ নং অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ১০ নং সাক্ষী বলেন, তিনি ৩০/০৯/২০০১ ইং মোড়লগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে ছিলেন। ঐদিন সকাল ১১ টার সময় উক্ত কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগ মেডিকেল অফিসারের দায়িত্বে থাকাকালে মিসেস রওশানারা, স্বামী আঃ সালাম, সাং বাদুরতলাকে পরীক্ষা করিয়া তাহার শরীরে, মুখে, কপালে, মাথায়, বাম কানে, বাম বুকে, চোখে, ডান বাহু, বাম কাঁধে জখম পান। ১/২/৩/৪ নং জখম গুলি গুরুতর ও ধারালো অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। ৫ নং জখম সাধারণ প্রকৃতির ও ভোতা অস্ত্র দ্বারা করা হইয়াছে। তৎমর্মে ৩/১০/০১ ইং তারিখে রিপোর্ট প্রদান করেন।

প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষী ২ নং সাক্ষী ভিকটিম-এর বর্ণনামতে ১ নং সাক্ষী এজাহারকারী কর্তৃক দায়েরকৃত এজাহারের ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সকল সাক্ষী ভিকটিমের নিকট শুনা ঘটনার হুবহু বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তবে একথা সত্য যে, এই মামলার ১ নং সাক্ষী এজাহারকারী ২ নং সাক্ষী ভিকটিম এর স্বামী, ১, ৩ ও ৬ নং সাক্ষী সহোদর ভাই। ৫ নং সাক্ষী ১,৩,৬ নং সাক্ষীর পিতা। তাহারা সবাই পরস্পরের আত্মীয়, তবে তাহাদের সকলের সাক্ষ্য পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভিকটিম যে গুরুতরভাবে জখম প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহা আপীলকারীরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী কর্তৃক স্বীকৃত। কেননা তিনি তাহার যুক্তিতর্কে বলেন যে, মামলাটি দন্ডবিধির ৩২৬ ধারায় হওয়া উচিৎ ছিল। এই মামলার ৪ এবং ৮ নং সাক্ষী নিরপেক্ষ সাক্ষী। তাহারা হাসপাতালে ২ নং সাক্ষী ভিকটিম যখন জ্ঞান ফেরার পর ঘটনা বলেন তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ৪ নংসাক্ষী দেলোয়ার কাজী এবং ৩ নং সাক্ষী আবু সাঈদ ঘটনার রাত্রে আপীলকারীকে ঘটনাস্থলের আশে পাশে ঘটনা ঘটার ১ ঘন্টা পূর্বে দেখিয়েছিলেন। ৪নং সাক্ষী তাহার সাক্ষ্যে এজাহারের ঘটনার পুরোপুরি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান কযিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ সাক্ষী, তিনি ভিকটিমের প্রতিবেশী মাত্র। ৮ নং সাক্ষীও ঘটনার পুরোপুরি সমর্থন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি এই মামলায় একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। কেননা এই ঘটনার সময় তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন।

সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনা করিলে ইহাই স্পষ্পতঃ প্রতীয়মান যে, ভিকটিম গুরুতর ও নির্মমভাবে স্পর্শকাতর অঙ্গেসহ জখমপ্রাপ্ত, যাহা ১০ নংসাক্ষী ডাঃ স্বপন কুমার চক্রবর্তীর ইস্যুকৃত জখমী সনদপত্র যাহা প্রদশর্নী ৫ হিসাবে চিহ্নিত, তাহাতে সুস্পষ্টভাবে প্রমান করে।

ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ২ নং সাক্ষী ভিকটিমের বর্ণিত ঘটনা অনুযায়ী তাহার শরীরে যে সকল জখম পাওয়া গিয়াছে এবং যাহা ডাক্তারী সনদপত্রে সমর্থন করে তাহা কোন স্বাভাবিকভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কিম্বা ক্ষনিকের উত্তেজনার বশে উক্ত জখমের সৃষ্টি সেই প্রকৃতির মধ্যে পড়েনা। জখমের ধরণে সুস্পষ্টভাবে অনুমেয় যে, ভিকটিম কে ধর্ষণ বা শালীনতা হানির অভিপ্রায় পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হইয়াছে কিন্তু ভিকটিমের বাধার কারণে ধষর্ণের উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তাহার স্পর্শকাতর অঙ্গসহ অন্যান্য স্থানে রক্তাক্ত জখম করা হইয়াছে। তবে এ ধরণের ঘটনায় ভিকটিম ছাড়া চাক্ষুস সাক্ষী পাওয়া দুরুহ ব্যাপার। সেক্ষেত্রে ভিকটিম এর সাক্ষীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা মিলিয়ে দেখা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়/অবধারিত। আপীলকারী যে এই ভিকটিম এর উপর বর্ণিত বর্বোরচিত, জঘন্য, অসামাজিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন তাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে ভিকটিম নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ভিকটিম হারিকেনের আলোতে আপীলকারীকে চিনিতে পারিয়াছেন ভিকটিমের এই সাক্ষ্য মামলার অবস্থাগত এবং পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য সমর্থন করে কিনা সে বিষয়ে

ট্রাইবুনালের আলোকপাত করা উচিত ছিল কিন্তু যেহেতু ট্রাইবুনাল সেই বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করেন নাই সেহেতু সাক্ষীদের মধ্যে ভিকটিম ব্যতীত প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাবে মামলার ঘটনা প্রমানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এবং তাহাই আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আপীল শুনানীকালে নিবেদন করেন।

আমরা সার্বিকভাবে মামলার সকল সাক্ষ্য, এজাহার, অভিযোগপত্র, ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় আপীলকারীর পরীক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতা ও নিবিড়ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করিলাম। যাহা হইতে আমরা অবস্থাগত ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পাই তাহা আলোচনা না করিলেই নয়। ভিকটিম ৩০ বৎসর বয়সের একজন সুন্দরী যুবতী মহিলা। তাহার স্বামী ব্যবসার কাজে রামপাল থানা শহরে থাকেন, ভিকটিমের তিন জন নাবালক বাচ্চা যাহাদের বয়স ছয় বৎসরের মধ্যে তাহাদের নিয়া ফাঁকা বাড়িতে একা থাকেন। সেখানে দুষ্ট, চরিত্রহীন লোকদের মন দোল খাওয়া স্বাভাবিক এবং যেখানে ঘটনার সময়ের ১ ঘন্টা পূর্বে রাত ০১.০০ ঘটিকার সময় ৩ ও ৪ নং সাক্ষী যথাক্রমে আবু সাঈদ ও দেলোয়ার কাজী আপীলকারীকে ঘটনা স্থলের বাড়ীর পাশে দেখিতে পাইয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে কথা হইয়াছে, যাহা তাহারা তাহাদের জবানবন্দিতে বলিয়াছেন। ভিকটিম ঘরে জালান হারিকেনের আলোতে আপীলকারীকে চিনিতে পারিয়াছেন, ঘরে হারিকেন জ্বালিয়া রাখাই স্বাভাবিক কেননা বাড়ীতে কোন পুরুষ মানুষ ছাড়া ৩জন ছোট বাচ্চাকে নিয়া ভিকটিম থাকেন এবং তাহাকে যে ভাবে

আঘাত করা সহ খাট হইতে টানিয়া নীচে নামিয়ে জড়িয়া ধরিয়া ইজ্জত নষ্ট করার জন্য ধস্তাধস্তি করা হইয়াছে এবং শরীরের স্পর্শকাতর অংগে কামড়িয়া ও ছোরা দিয়া জখম করা হইয়াছে, সেখানে এত কিছুর পরও আপীলকারী পূর্ব পরিচিত হইলে ভিকটিম তাহাকে চিনিতে না পারার কথা নহে। সেই হিসাবে আপীলকারীকে ভিকটিম কর্তৃক যথার্থই সনাক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। আপীলকারীর বিজ্ঞ আাইনজীবী জেরাকালে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নোত্তর করেন নাই।এমনকি আপীলকারীও ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় এ বিষয় কিছু বলেন নাই। রাষ্ট্রপক্ষের ৮ নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান হাসপাতালে ভিকটিমের মুখে ঘটনার সঙ্গে আপীলকারীর সম্পৃক্ততার কথা শুনিয়া নিজ উদ্যেগে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করিয়া আপীলকারীকে আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে যে আপীলকারীর কোন শত্রুতা আছে তাহা প্রমানিত হয় নাই। সাধারণত স্থানীয় চেয়ারম্যানগণ স্বভাব বশতঃ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সকলকে হাতে রাখার চেষ্টা করেন এবং বিবাদ বিসংবাদে মীমাংসার প্রক্রিয়ার পথ বাছিয়া নেন কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভিকটিম-এর নিকট আপীলকারীর নাম শুনার সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ কালক্ষেপন না করিয়া আপীলকারীকে আটক করিয়া পুলিশে সোপর্দ করিয়াছেন। এজাহারে এবং অভিযোগপত্রে আপীলকারীর স্বভাব চরিত্র সম্পর্কে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, আপীলকারী একজন দুঃচরিত্র, বহু বিবাহিত, নারী লোভী ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোক। ৮ নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান। বাদী পক্ষের

কোন আত্মীয় নহেন, তিনি একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি, উপরোক্ত স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া স্থানীয় চেয়ারম্যান হিসাবে যখন তিনি নিজেই আপীলকারীকে আটক করিয়া পুলিশে হস্তান্তর করেন তখন বুঝিতে হইবে অবস্থাগত পরিবেশ তথা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে আপীলকারীর প্রতিকূলে। মানুষ মিথ্যা বলিতে পারে কিন্তু অবস্থাগত সাক্ষ্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। বর্ণিত ঘটনার আলোকে আমাদের নিকট ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অবস্থাগত সাক্ষ্যের সুতীক্ষ্ণ তীর আপীলকারীর দিকেই প্রচন্ড গতিতে ধাবিত হয়। কেননা ভিকটিম আপীলকারীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে পারে, এমনকি তাহার সাংসারিক শান্তি ভঙ্গসহ স্বামীর সঙ্গে সন্দেহের সম্পর্কের জন্ম দিতে পারে, এমনকি তাহার সংসার ভঙ্গিয়া যাইতে পারে! সেই আশংকা অন্তরে নিয়াও তিনি সাক্ষীদের সামনে ঘটনার যে বর্ণনা দিয়াছেন জবানবন্দীকালে তাহার সামান্যতম বিচ্যুতি হয় নাই। সর্বাবস্থায় তাহার অবস্থানে অটুট রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে চাক্ষুস সাক্ষ্য অবস্থাগত সাক্ষ্যের চেয়েও গুরুত্ব বেশী বহন করে। এই ক্ষেত্রে ৫৫ ডিএলআর ১১৬, রাষ্ট্র বনাম মোসলেম মামলার নজির প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

> “Circumstance evidence may be and freequently is more cogent is that the evidence of eye-witnesses. It is not difficult to produce false evidence of eye-witnesses. It is on the other hand, extremly difficult to

produce circumstantial evidence of a convincting character and therefore, circumstancial evidence if convincting is more cogent than the evidence of eye-witnesses."

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য ঘটনার ৬ দিন পর এজাহার দায়ের করা হইয়াছে। এই বিলম্বের সুবিধা আপীলকারী পাইবেন। মামলার ঘটনা দেখা যায় ২৯-৯-২০০১ তারিখ রাত ২.০০ ঘটিকার সময়। ঘটনার পর ভিকটিম জ্ঞান হারা ছিলেন। তাহার জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে ৫-১০-২০০১ ইং তারিখে ৩ ঘটিকায়। তখন তিনি সাক্ষীদের সামনে ঘটনা বলিলে তাহার স্বামী ১ নং সাক্ষী ০৫-১০-২০০১ ইং তারিখেই এজাহার দায়ের করেন, যে বিলম্ব খুবই স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত এবং তাহা খন্ডনের জন্য কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। যেখানে এজাহারেই তাহা বর্ণিত আছে। তবে এই বিলম্বের কারণে ভিকটিমের কোন সুবিধা হইয়াছে মর্মে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই।

এইরূপ বিলম্বের কারণে যদি ভিকটিম/এজাহারকারী পক্ষের কোন সুবিধা না হয় সেক্ষেত্রে বিলম্বজনিত কারণে আসামী বা আপীলকারী কোন সুবিধা পাইতে পারেনা। এমনকি যদি তাহাদের মধ্যে শত্রুতাও বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে Mohammad Gul Vs.The State 1970 S.C.M.R. 797 মামলায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এখানে নজীর হিসাবে বিবেচনায় নেওয়া যাইতে পারে। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, -

> "The prosecution has gained over nothing by this delay- there is no previous document of enmity between the parties. The delay remained unexplained could be attached to such delay."

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী জোরালোভাবে নিবেদন করেন যে, সকল সাক্ষী পক্ষপাতমূলক সাক্ষী। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া আপীলকারীকে সাজা দেওয়া বা দোষীসাব্যস্ত করা ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথা আইন সঙ্গত নহে. যে, পক্ষপাতমূলক, আত্মীয়তা বা শত্রুতা বিদ্যমান থাকিলেই তাহাদের সাক্ষীর উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে সাজা দেওয়া যাইবে না। এ বিষয়ে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্ণি জেনারেল এর 1 BLD (AD) 200 এর সিদ্ধান্ত সহ আমাদের সর্বোচ্চ আদলতের ভুরিভুরি নজির রহিয়াছে।যাহা 13 BLC(AD) 1, 9 BLC (AD) 122, 5 BLC (AD) 41, 58 DLR (AD) 73 যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "That if the evidence of the witness is believable and if there is no reason to disbelieve his evidence then only on the ground of relationship or enimity, evdience of such a witness can not be discarded and conviction may be given relying on the evidence of such a witness."

তবে পক্ষপাতমূলক/Interested সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মূল্যায়নের বিষয়ে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের 49 DLR(AD) 154, মামলায় নজির এখানে যথাচিত ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য; যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে,

> "A witness for the prosecution does not become partisan per se nor an eye-witness can be disregarded merely because he has come to support the prosecution party. It was necessary to consider the whole evidence and them to assess the worth of the witnesses as a whole"

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য অনুযায়ী সকল সাক্ষী পক্ষপাতমূলক সাক্ষী এই বক্তব্য ও সঠিক নহে। এখানে ৪ ও ৮নং সাক্ষী নিরপেক্ষ সাক্ষী। ৮ নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান হিসাবে তাহার সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। ইহাছাড়া ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারায় মামলা/ঘটনা প্রমানের জন্য কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক সাক্ষীর কথা উল্লেখ নাই। এজাহারে বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে ভিকটিমের সাক্ষ্য, ভিকটিমের জখম সম্পর্কে ১০ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং তাঁহার প্রদত্ত সনদ পত্রের মিল রহিয়াছে এবং ৮নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান হিসাবে গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি, তিনি ভিকটিম ২নং সাক্ষীর নিকট শুনা ঘটনা হুবহু সমর্থন করিয়া ট্রাইব্যুনালে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। সেখানে ঘটনা/মামলা প্রমাণের জন্য অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করার

আবশ্যকতার অবকাশ থাকে না। ভিকটিম ২নং সাক্ষী, ৮নং সাক্ষী স্থানীয় চেয়ারম্যান ও ১০নং সাক্ষী ডাক্তার সাহেব এই তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য মূল্যায়ন করিয়া আপীলকারীকে যদি সাজা দেওয়া হইত তাহা হইলেও ন্যায় বিচারের পরিপন্থী হইত বলা যাইত না। কেননা যে কোন সংখ্যক সাক্ষী এমন কি ১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনার প্রমাণ পাওয়া সম্ভব এবং সেক্ষেত্রে আসামীকে সাজা প্রদান করা বে-আইনী হইবেনা। এক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ আদালতের Yousuf Sheikh Vs. Appellate Tribunal 29 DLR(SC) 211 মামলার নজিরটি প্রণিধানযোগ্য।

যেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে;-

"The evidence Act provides that no particular number of witnesses should in any case be required for the proof of any fact if the consensus of judicial opinion is that believed, conviction can be based on the solitary of a witness, of course if the veracity of the witness is not tainted in any manner. High Court declined to interfere where the special Tribunal as well as the Appellate Tribunal felt satisfied and relied upon one witness to pass sentence of conviction."

আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন কালে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে জমি-জমার মামলা-মোকদ্দমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। নথিতে রক্ষিত কথিত

মোকদ্দমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করিলে আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী স্বীকার করেন যে, উক্ত মামলার সঙ্গে অত্র মামলার পক্ষদের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। সেই ক্ষেত্রে মামলা জনিত কারনে কোন শত্রুতা ছিল এ অভিযোগ গ্রহনযোগ্য নয়।

সার্বিক বিবেচনায় একটি জিনিস আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে যে, ট্রাইবুনালে সরকার পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী মামলাটি খুব অনীহার সঙ্গে পরিচালনা করিয়াছেন। মূল নথি পত্রে, সেই সকল মূল্যমান কাগজপত্র ছিল যাহা মামলার ঘটনা আপনা আপনিই প্রমান করিত সে সকল দলিল পত্র আদালতের সম্মুখে উপস্থাপন করেন নাই এবং প্রর্দশনী হিসাবেও চিহ্নিত করেন নাই। এই ধরণের অনীহা ও অবহেলা রাষ্ট্রপক্ষের মামলা প্রমানের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধসহ বিচারপ্রার্থীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক সৃষ্টি করে। যাহাতে বিচার বিভাগের ভাব মূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ভিকটিম মোড়লগঞ্জ সদর হাসপাতালে ৫ দিন, সেখান থেকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, খুলনায় ০৬-১০-২০০১ ইং হইতে ৩০-১০-২০০১ইং পর্যন্ত চিকিৎসাধীন ছিলেন। সে সকল দলিল পত্রের মূলকপি, ভিকটিমের আঘাতের জখম সম্বলিত হাসপাতালে থাকার সময় কার ছবি ইত্যাদি ট্রাইবুনালের নথিতে সংরক্ষিত রহিয়াছে কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনাকারী বিজ্ঞ আইনজীবী সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ ট্রাইবুনালের

নজরে না আনিয়া বিচার প্রার্থীর প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন এবং যাহা তাহার পেশাগত দায়িত্বের চরম অবহেলা, যাহা কোনভাবে কাম্য হইতে পারেনা।

আপীল কারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর একটি বক্তব্য যাহা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার, একই সঙ্গে তাহা ঘটনা প্রমাণের সহায়কও বটে, যেমন তিনি শুনানীকালে যুক্তি দেখান যে,ভিকটিমের শরীরের জখম অনুযায়ী মামলাটি দন্ড বিধির ৩২৬ ধারায় হওয়া উচিত ছিল। কিন্ত এক্ষেত্রে ভিকটিমের শরীরে যে ধরনের আঘাতের ফলে জখমের চিহ্ন রহিয়াছে, যাহা ভিকটিমের বর্ণনা মতে ও সাক্ষ্য মতে তাহার প্রতি যে আচরণ করা হইয়াছে যেম স্তনে কামড়সহ অন্যান্য স্হনে জখম এবং শাড়ি খুলিয়া ফেলা এবং তাহাকে সাক্ষীগন বিবস্ত্র অবস্হা দেখিতে পাওয়া অধিকন্তু যে জখম ডাক্তারী সনদ পত্রে সর্মথন করে, তাহা দন্ডবিধির ৩২৬ ধারায় পড়েনা, এই ধরণের আচরণ ও জখম যৌন পীড়নের পর্যায়ে পড়ে বিধায় অপরাধটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(১) ধারার আওতাভুক্ত, তাই বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য আমরা আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাটি এখানে বর্ণিত করিলাম ।

> "ধারা-১০। যৌন-পীড়ন, ইত্যাদির দন্ডঃ (১) কোন পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা বস্ও দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌনঅঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে তা হলে তার এ কাজ হবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত পুরুষ অনধিক

দশ বছর কিন্তু অন্যুন তিন বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবে এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হবে।"

আইনের এই ধারার সঙ্গে ভিকটিমের উপর উল্লেখিত আচরণই প্রকাশ পায় অপরাধটি দন্ডবিধির ৩২৬ ধারার নয় বরং আইনের ১০(১) ধারায়ই যথার্থ আপীলকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বক্তব্য বিবেচনার যোগ্য নয়।

এজাহারে ঘটনার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে ২নং সাক্ষী ভিকটিম হিসাবে হুবহু এজাহার সর্মথন করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং অন্যান্য সকল সাক্ষী ভিকটিমের নিকট ঘটনা শুনিয়া ছিলেন মর্মে ভিকটিমের সাক্ষ্য সর্মথন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তবে এজাহারে ভিকটিমকে লাঠি দিয়া পিটানোর কথা আছে এবং ভিকটিম সহ সকল সাক্ষী বলিয়াছেন দরজার ডাসা দিয়া পিটাইয়াছেন; অধিকাংশ সাক্ষী বলেন ০৫/১০/২০০১ইং তারিখে ভিকটিমের জ্ঞান ফেরে কিন্ত ভিকটিম বলেন ০২/১০/২০০১ইং তাহার হুশ ফেরে। ইহা ছাড়া ঘটনাস্থলে আপীলকারী জুতা রাখিয়া গিয়াছিলেন একথা যেমন এজাহারে উল্লেখ নাই তেমন এজাহারকারী ১নং সাক্ষী এবং ভিকটিম ২নং সাক্ষীও সেই মর্মে কোন সাক্ষ্য দেন নাই, তবে ২জন সাক্ষী মাত্র বলেছেন আসামী তাহার জুতা রাখিয়া গিয়াছিলেন। সমগ্র মামলার সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে পরস্পর এই সামান্যতম বৈসাদৃশ্য আমারা খুজিয়া পাই। তবে বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে আপীলকারীর পক্ষ হইতে সাক্ষ্য আইনের ১৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী সাক্ষীদের দৃস্টি আর্কষণ

করা হয় নাই, বিধায় আপীলকারীর বর্তমানে কিছু বলার সুযোগ নাই; এই ক্ষেত্রের সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ সালের ১৪৫ ধারার বিষয়বস্তু বর্ণিত হইল যাহাতে অবস্থা অনুধাবন করিতে সহজ হয়।

"Cross-Examination as to previous statement in written. A witness may be cross- examined as to previous statements made by him in writing or reduced in to writing and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, berfore the writing can be proved, he called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradictory him"

অতএব, সার্বিক আলোচনা, পর্যালোচনা, উপরোক্ত নজিরগুলির সিদ্ধান্ত, ট্রাইব্যুনালের রায়, আপীলকারীর আপীলের আবেদনপত্র; উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য ও মামলার অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত, উপকরণ ও উপাদান,সাক্ষ্যাদি ইত্যাদি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে সতর্কতার সহিত বিচার-বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও বিবেচনা করতঃ ট্রাইব্যুনালের প্রদত্ত তর্কিত দন্ডাদেশ ও সাজার রায় প্রদানে আমাদের নিকট কোন এ্রটি-বিচ্যুতি, ভুল ভ্রান্তি, কিংবা বে-আইনী কোন

অসংগতি পরিলক্ষিত হয় নাই; যাহাতে তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার মত কোন অবকাশ থাকে। তবে ভিকটিম যেখানে ১(এক) মাসের মত হাসপাতালে ছিলেন, সেখানে মাত্র ১০,০০০/-(দশ হাজার টাকা অর্থদন্ড খুবই অপর্যাপ্ত বলিয়া আমাদের নিকট মনে হয়, এই সকল ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে ট্রাইব্যুনালের গভীর মনযোগ উচ্চ আদালত আশা করেন। এমতাবস্তায়, তর্কিত রায়ে হস্তক্ষেপ করার মত ন্যূনতম হেতুবাদ না থাকার কারণে আমরা একমত যে, আপীলকারীর আপীলটি না-মঞ্জুর হওয়া আইন সংগত এবং তাহাই ন্যায় বিচারের পরিপূরক।

অতএব,

ফলাফল,

উপরোক্ত অবস্থা, ঘটনা পর্যলোচনা ও সিদ্ধান্তের আলোকে আপীলটি না-মঞ্জুর করা হইল। ১৫-১০-২০০৩ ইং তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, বাগেরহাট কর্তৃক নারীও শিশু নির্যাতন মামলা নং-১৪৬/২০০১, যাহার জি,আর নং-১৮২/২০০১, যাহা মোড়লগঞ্জ থানার মামলা নং-৭ তারিখ ০৫-১০-২০০১, ধারা ১০(১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, তাহাতে প্রদত্ত দন্ডাদেশ ও সাজার রায় বহাল রাখা হইল। সেই সঙ্গে দন্ডিত-আপীলকারী মোঃ দুলাল শেখ এর জামিন আদেশ বাতিল করা হইল। তাহার জামিনের মুচলেকা এবং অর্থদন্ড স্থাগিত আদেশ প্রত্যাহার করা হইল। দন্ডিত-আপীলকারীকে অত্র আদেশ প্রকাশের ৩০ দিবসের মধ্যে সাজার অবশিষ্ট

সময় ভোগ করার জন্য ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হইল। যদি স্বেচ্ছায় তিনি ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্পণ না করেন, তবে ট্রাইব্যুনাল তাহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী পূর্বক আটক করিয়া কারাগারে প্রেরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

নথি রায়ের কপিসহ সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে অতিসত্বর প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হইল।অর্থদন্ডের টাকা ট্রাইব্যুনালের রায় অনুযায়ী আদায় পূর্বক ভিকটিম ২নং সাক্ষী রওশান আরাকে অতিসত্বর প্রদান করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল।

wePvicwZ আফজাল হোসেন আহমেদt

Awg GKgZ|